OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 727 - 737
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিভিন্ন পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও মহাকাব্যে তৃতীয় সত্তাদের অবস্থান

অনুশ্রী মাইতি
Email ID : maityanushree84@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
Hermaphrodite, Brrihonnola, Third entities, Puran, Epic, Shiv, Krishna, Parbati.

Abstract
The word 'Brihannala' means 'hermaphrodite' in English. Although now called intersex, earlier it was called hermaphrodite. The word hermaphrodite has its origins in Greek mythology. The sum of god Herms and goddess Aphrodite. This bisexuality is not limited to Greek mythology, but exists throughout the world. Including god as well as human, plants and animals from the birth of the world present day. In the early stage of the earth creation, many animal had bisexuality. Early in the animal kingdom, protozoa, periphera, celentereta, platihelminthes, annelida, mollusca and cordata were mostly bisexual. Many of them self-fertilize sperm and eggs in their own bodies to create new animal. Then sperm and ovum slowly start to get space in different body. However, some animal still have bisexuality. Earthworms are typical examples of hermaphrodite, along with leeches, worms and snails. Some flowers are include bisexual such as Hibiscus, stramonium, swamp pea, bell etc. stamens and pistils can be seen very well in Hibiscus flower.

There are many animal that can change sex. Sex in human and other mammals is determined before birth. Whether an animal is male or female usually depends on the chromosomes. On the other hand, many animals, including marine animals, do not have sex chromosomes, so their sex is not determined at birth. The sex of animals determined Based on brain effects and environmental influence. There are several species of animal that are born as one sex but can later change their sex and transform into the opposite sex.

Not only animals, there are many people like animals who have two gender present in their bodies at the same time. Some change Their gender and transform into another gender, some wear clothes of opposite gender. Search character are found in various purans, epics, scripture, medicine sastra. I got to know the attitude and behaviour of society towards them. I got to know them after they changed from one gender to another gender sign and change their thinking. how these people are oppressed and deprived by the society. In fact, the existence, deprivation and harassment of these people is not only the modern area but from the mythical area but rather from the first state of creation of human civilization in the world, and the birth of deprivation from the day when people started to become socialised begings. but we should not forget that not only human but also in plants and other animal in the natural process of creation of life from the first stage of creation of the Earth, we found

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

this image of bisexuality, gender transformation. Therefor if we modern people look at them with normal eyes instead of looking at them with contempt, their lifestyle also become normal.

Discussion

বৃহন্নলা শব্দটির ইংরাজি অর্থ ‘হার্মাফ্রোডাইট। হার্মাফ্রোডাইট কথাটির উৎস গ্রিক পুরাণ। দেবতা হার্মেস ও দেবী অ্যাফ্রোদিতির যোগফল। এই উভলিঙ্গত্ব কেবল গ্রীক পুরাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজমান, যেমন দেবতাদের মধ্যে তেমনি মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় অনেক প্রাণীর মধ্যে উভলিঙ্গত্ব ছিল। প্রাণীজগতের গোড়ার দিকে প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা এই সমস্ত প্রাণীদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ ছিল। অনেকের আবার নিজের শরীরে শুক্রাণু ও ডিম্বানুর স্বঃনিষেক ঘটে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হত। তারপর ধীরে ধীরে শুক্রাণু ও ডিম্বানু আলাদা আলাদা শরীরে জায়গা পেতে শুরু করে। তবে এখনও বেশকিছু প্রাণীর মধ্যে উভলিঙ্গত্ব রয়েছে। উভলিঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে কেঁচো আদর্শ উদাহরণ, এছাড়া রয়েছে জোঁক, কৃমি, শামুক। ফুলের মধ্যে জবা, ধুতুরা, বক, বেল ইত্যাদি উভলিঙ্গ ফুল রয়েছে। জবাফুলের মধ্যে পুংকেশর ও গর্ভকেশর খুব ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

শুধু প্রাণী নয়, প্রাণীদের মতো এরকম অনেক মানুষ আছেন যাদের দেহে একইসঙ্গে দুই লিঙ্গ বর্তমান, কেউ বা লিঙ্গ পরিবর্তন করে অন্য লিঙ্গতে রূপান্তরিত হয়, কেউ বা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে থাকে। এরকম চরিত্র বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্রে পাই। তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিচয় পাই। বৈদিক সাহিত্যে নপুংসক ও ক্লীবদের জন্মের কারণ দেখানো হয়েছে -

> “A few Verse from the Vedic canon refer to men taking birth among the third sex as a means of purification. In such cases, first gender males who abuse woman. Or brahmans who engage in prohibited in hell.”[১]

বৈদিক যুগে একটা মানুষ নপুংসক কিনা তার পরীক্ষা হত পাঁচটি ধাপে-

১। জ্যোতিষীদের সঙ্গে কথা বলে।
২। তাদের সারা শরীর পরীক্ষা করা হত।
৩। একজন মহিলার সাথে তার যৌন সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা হত।
৪। প্রস্রাবে ফেনা হয় কিনা দেখা হত।
৫। মল জলে ডুবে যায় কিনা দেখা হত।

যদি এইসব পরীক্ষায় সফল না হত তবে তাকে নপুংসক হিসেবে গণ্য করা হত। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হয়েছে বিয়ের আগে বরের ক্ষমতা ভালোভাবে দেখে নেওয়া উচিত। নারদ স্মৃতিতে বিশেষ করে সমকামী ও অন্যান্য নপুংসক পুরুষদের নারীদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং বলা হয়েছে স্বামীর মধ্যে পুরুষত্বের অভাব দেখা দিলে সে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন ধর্মসূত্রগুলি নপুংসক স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন নপুংসক স্বামীর স্ত্রী তার অনুমতিক্রমে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ভধারণ করতে পারে, এই ক্ষেত্রে উভয় পুরুষই ছেলের বৈধ পিতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

চরক সংহিতাতে ৮ প্রকার নপুংসকের কথা আছে। ‘চরক সংহিতা’ বৈদিক যুগের একটি চিকিৎসাশাস্ত্র যা ২০০ খ্রিঃপূঃ কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। সুশ্রুত সংহিতা ও বৈদিক সাহিত্যে একটি চিকিসাশাস্ত্র যা ৬০০ খ্রিঃপূঃ রচিত হয়েছিল। ‘সুশ্রুত সংহিতা’তে পাঁচ প্রকার ক্লীবের কথা বলা হয়েছে।

‘শব্দ-কল্প-দ্রুম-এ’ ২০ প্রকার নপুংসকের বর্ণনা আছে। এখানে সমস্ত নপুংসক পুরুষদের কথা বলা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'নারদ স্মৃতি'তে যেসব পুরুষ বিয়ের জন্য যথাযথ নয় তাদেরকে ১৪ ভাগ করা হয়েছে। 'নারদ-স্মৃতি' একটি ধর্মশাস্ত্র যা খ্রিঃপূঃ প্রথম শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছিল। 'নারদ-স্মৃতি' চোদ্দ প্রকার নপুংসকের মধ্যে সাতটিকে দুরারোগ্য এবং বিবাহের জন্য ঘোষণা করেছে, যেমন-নিসর্গ, ভাধরি, ইর্শ্যক, সেব্যক, ভাতরেতাস, মুখেভাগ, অন্যপতি। আর বাকি সাতটিকে নিরাময়যোগ্য বলে মনে করেছে, যেমন-পক্ষ, অভিশাপদ গুরু, রোগ, দেব ক্রোধ, অক্ষিপ্ত, মোহবীজ এবং সেলিনা। যেসব মহিলারা যৌনকার্যে পারদর্শী নয় বৈদিক সাহিত্য তাদেরকে দশভাগে ভাগ করেছেন। দশপ্রকার তৃতীয় লিঙ্গ মহিলাদের বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বৈরিণী 'কামসূত্র' থেকে নেওয়া হয়েছে। কামিনী 'ভাগবত পুরাণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। স্ত্রীপুমস 'মহাভারত' এবং বিভিন্ন 'জ্যোতিষশাস্ত্র' থেকে নেওয়া হয়েছে। শাঁধি, সুচিবক্তা, বন্ধ্যা, পুত্রাগ্নি 'সুশ্রুত সংহিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে। শাঁধি, নারীসন্ধা, বার্তা, সুচিমুখী, পুত্রাগ্নি 'চরক সংহিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনপ্রকার শারীরিকভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম আর বাকি সাতটি সন্তান ধারণ অক্ষম।

হিন্দুধর্মে ও ভারতীয় পুরাণে অনেকসময় দেখা যায় দেব-দেবীরা লিঙ্গ পরিবর্তন করছেন, কখনও বা একজন দেবতা একজন দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্ধনারীশ্বরের আকার ধারণ করছেন। কখনও বা দেবতাদের অভিশাপের কারণে রাজারা পুরুষত্ব হারাচ্ছেন বা বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছেন। 'ভাগবত পুরাণে' দেখা যায় অসুরদের থেকে অমৃত পাত্র উদ্ধারের জন্য বিষ্ণু মোহিনী অবতার গ্রহণ করেছিলেন। শিব এই মোহিনীকে দেখে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য পাথরের ওপর পড়ে সোনায় পরিণত হয়। 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' গ্রন্থে দেখা যায়, শিবের পত্নী পার্বতী তাঁর স্বামীকে মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে লজ্জায় মাথা নত করেন। কোনো কোনো উপাখ্যানে দেখা যায় শিব পুনরায় বিষ্ণুকে মোহিনী মূর্তি ধারণ করতে বললেন, যাতে তিনি প্রকৃত রূপান্তরটি স্বচক্ষে দেখতে পারেন।

কৃষ্ণ একবার অর্জুনকে পবিত্র এক সরোবরে স্নান করতে বললে অর্জুন মহিলা হয়ে যান। তাঁর নাম হয় অর্জুনী। 'পদ্মপুরাণে' আছে, অর্জুন নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর তিনি পুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে কামক্রীড়ায় মেতে ওঠেন। পুনরায় তাঁকে পুত সরোবরে স্নান করতে অনুরোধ করলে তিনি পুরুষত্ব ফিরে পান কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ভাব গোপন করতে পারেন না। কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর পৌরুষ সম্পর্কে অবহিত করেন। 'পদ্মপুরাণ' অনুসারে, কৃষ্ণের রাসনৃত্যে কেবলমাত্র নারীরই প্রবেশাধিকার ছিল। সেই রাসনৃত্যে অর্জুন অংশগ্রহণের অনুরোধ জানালে অর্জুন শারীরিকভাবেই নারীতে পরিণত হয়েছিলেন। বাউল ঐতিহ্য অনুসারে, যখন দেবী কালী কৃষ্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন ভগবান শিব রাধার রূপ ধারণ করে। এছাড়া দ্বাপর যুগে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের প্রেম লীলায় মত্ত ছিলেন, কৃষ্ণের মোহন বাঁশি শোনা মাত্র উতলা হয়ে পড়তেন, আর তৎক্ষণাৎ দৌড় দিতেন, এছাড়া রাধা রাতে-বিরেতে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির বাইরে বের হতেন, আর এই দৃশ্য আয়ানের বোন কুটিলার দৃষ্টি এড়ায়নি। একদিন রাধা আয়ানের আরাধ্য শ্যামা মায়ের পুজো করবেন বলে রাধা ছলনার আশ্রয় নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যান, বোনের কথা শুনে কুটিলা ও আয়ান নিজে রাধার কথা সত্যতা প্রমাণ করতে যান, এদিকে রাধা কুঞ্জবনে সখীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কৃষ্ণকে সাজাচ্ছিলেন তখন আয়ানের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ভীত হয়ে উঠলেন, রাধা কাতর নেত্রে কৃষ্ণের দিকে তাকাতেই তাঁর শ্যামাঙ্গ হতে সহসা বরাভয় প্রকটিত হতে লাগল। আর চক্ষুর পলকে তাঁর নিজের দ্বিভুজ দেহখানি একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে গেল। তখন তাঁর আলুলায়িত কুন্তল যেন একেবারে দল দল করে দুলতে আরম্ভ করে দিতে লাগল। তাঁর গলায় থাকা বিলম্বিত কমলা মালাখানি নৃমুণ্ড মালারূপে শোভা পেতে লাগল, বাঁশি অসি হল এবং কপালে তিলক রাগ শিশু শশীরূপে তাঁর দেহে যেন শোভা পেতে লাগল। সেই মুহূর্তে আয়ান ভয়ানক ক্রুদ্ধ অবস্থায় এসে কুঞ্জদ্বারে তাঁর আরাধ্যকে দেখতে পেলেন, তাঁর সমস্ত রাগ প্রশমিত হল। আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাধা' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই প্রেমদাসের যোগিনী-বিদ্যার সাহায্যে চোখের পলকে শ্যামামূর্তি শ্যামরূপে প্রকট হতেন, কিন্তু পাশে রাধার প্রকাশ হয়নি।

কৃষ্ণের পুত্র শাম্বও রূপান্তরকামী ও সমকামোদ্দীপনার পৃষ্ঠপোষক। শাম্ব নারীর বস্ত্র পরিধান করে মানুষকে উপহাস করতেন এবং বিপথে চালনা করতেন। নারীর বেশ ধারণ করে সহজেই নারীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন এবং তাঁদের সম্ভোগ করতেন। 'মৌষল পুরাণ' গ্রন্থে দেখা যায়, শাম্ব একবার নারীর বেশ ধারণ করে কয়েকজন ঋষিকে নিজের গর্ভধারণ নিয়ে প্রশ্ন করেন। ঋষিরা তাঁকে অভিশাপ দেন যে, পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও শাম্ব লৌহ মুষল প্রসব করবে।

রামায়ণে নপুংসকদের কথা পাওয়া যায়। রাম যখন বনবাসে যাচ্ছিলেন তখন সবাই তাঁকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। একটা জায়গায় এসে রাম পুরুষ-স্ত্রী সবাইকে ফিরে যেতে বলেছেন কিন্তু নপুংসকদের ফিরে যেতে বলেননি তাই সেই বনমধ্যে নপুংসকরা রামের জন্য চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছিলেন। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে যখন রাম অযোধ্যার ওই জায়গায় এসে উপস্থিত হয় তখন দেখলেন সব ক্লীব-নপুংসকরা দাঁড়িয়ে আছেন রামচন্দ্রের অপেক্ষায়, তাদের শরীর কৃশ, মাথার চুলে জটা, গায়ে ময়লা জমেছে, তাদের ধৈর্য ও ভালোবাসা দেখে রামচন্দ্র খুশি হলেন ও তাদের আশীর্বাদ করলেন তাঁরা মঙ্গল-কর্মের সূচক হবে। রামায়ণে একজন রূপান্তরকামী নারীর চরিত্র পাওয়া যায় যিনি ভগবানের দ্বারা নারীত্বকে প্রাপ্ত করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইল-বুধ ও পুরুরবার আখ্যান। রাজা ইল বাহলীক দেশের কর্দ্দম প্রজাপ্রতির পুত্র। রাজা ইল একসময় মৃগয়ার পশু বধ করতে করতে কার্তিকেয়ের জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই স্থানে মহাদেব এবং উমাকে ক্রীড়ারত দেখতে পান। দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য মহাদেব তখন স্ত্রীরূপ ধারণ করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছাক্রমে অরণ্যের সমস্ত পুরুষ জন্তু ও পুংবাচক বৃক্ষ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয় সুতরাং রাজা ইলও সেখানে গিয়ে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হলেন। দুঃখিত ইল হর-পার্বতীর কাছে তার পুরুষত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন কিন্তু মহাদেব বললেন অন্য বর চাইতে। তখন রাজা পার্বতীর কাছে গেলেন যেহেতু অর্ধেক বর মহাদেব দিয়ে দিয়েছেন তাই পার্বতীও অর্ধেক বর দিলেন। তখন ইল অনুরোধ করেন যেন তিনি একমাস পুরুষ ও একমাস নারীর রূপ ধারণ করতে পারেন। রাজা পুরুষ অবস্থায় স্বনামে আর স্ত্রী অবস্থায় ইলা নামে জীবনযাপন করতে লাগলেন। স্ত্রী অবস্থায় ইলা চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইলা-বুধের পুত্র পুরুরবার জন্ম হয়। তাকে একসময় প্রশ্ন করা হয় তিনি কাদের বেশি ভালোবাসেন। রাজা ইলের পুত্রদের না ইলারূপী স্ত্রীর পুত্রদের। উত্তরে ইল জানায় স্ত্রী অবস্থায় ইলার পুত্ররাই তাঁর কাছে অধিক আদরণীয়। কারণ তাতে আছে নারীত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণ আস্বাদ। ইল ও বুধের পুত্র পুরুরবাকে তার স্ত্রী উর্বশী নপুংসক বলেছেন। উর্বশী বলে যে তার স্বামীকে দিনের বেলায় একজন পুরুষ বলে মনে হয় এমনকি পুরুরবা দিনের বেলায় নিজেকে নায়ক বলে মনে করে কিন্তু রাতে একজন মহিলার মতো ভয়ে থাকেন। পুরুরবার এই আচরণ 'শব্দ-কল্প-দ্রুম ও নারদ স্মৃতিতে' সেলিনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে।

মহাভারতে রূপান্তরিত নারী, রূপান্তরিত পুরুষ, নপুংসক, ক্রস ড্রেসার এরকম বেশ কিছু চরিত্রের সন্ধান পাই। কেউ বা অভিশাপে কেউ বা নিজ স্বার্থপূরণের জন্য রূপান্তরিত হয়েছিলেন। রাজা ভঙ্গাসন একজন রাজা এবং তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। তিনি অগ্নিষ্টুত যজ্ঞ করে শত পুত্র লাভ করেছিলেন। এই যজ্ঞে তিনি কেবল অগ্নির স্তুতি করেছিলেন তাই ইন্দ্রর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। তাই ইন্দ্র রাজা ভঙ্গাসনকে বিপাকে ফেলার সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে ইন্দ্রমায়ায় বিমোহিত হয়ে পড়লেন। দিগ্‌ভ্রান্ত ও পিপাসিত ভঙ্গাসন ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবর দেখতে পান। তিনি সরোবর থেকে স্নান করে ওঠার পর নিজের শরীরের পরিবর্তন দেখতে পেলেন, রাজার শরীরে সমস্ত পুরুষ চিহ্ন মুছে গিয়ে পরিণত হয়েছেন নারীতে। নিজের রূপান্তর ও স্ত্রীরূপ নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। তিনি এরপর তাঁর রাজ্য পুত্রদের কাছে সমর্পণ করে বনে চলে এলেন। স্ত্রীরূপ ভঙ্গাসনের নতুন আশ্রয় হল এক ঋষির আশ্রমে, তিনি আশ্রমে ঋষিপত্নী হয়ে থাকলেন এবং তিনি একশত পুত্রের জননী হলেন। কিন্তু তিনি তখনও পূর্বজীবনের কথা ও সন্তানদের কথা ভুলতে পারেননি। তিনি তাঁর বর্তমান পুত্রদের বললেন তাদের ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ করতে কিন্তু সেখানেই তৈরি হল সমস্যা। ইন্দ্রের মায়াজালে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল ও তারা যুদ্ধে পরস্পরকে বিনষ্ট করল। পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে যখন তিনি ভেঙে পড়েছেন তখন ইন্দ্র তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র রাজাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কোন পুত্রদের পুনর্জীবন চান, তিনি তাঁর স্ত্রী অবস্থার পুত্রদের পুনর্জীবন চেয়েছিলেন কারণ হিসেবে বলেছিলেন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহই অধিক। ইন্দ্র তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সকল পুত্রদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর ইন্দ্র রাজার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভঙ্গাসন স্ত্রী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন কারণ হিসেবে বলেছিলেন পুরুষ-স্ত্রীর সংযোগকালে স্ত্রীরই অধিক সুখ হয়, তিনি স্ত্রীভাবেই তুষ্ট আছেন।

মহাভারতে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের গুরু ছিলেন প্রখ্যাত ঋষি গার্গ্য। এই গার্গ্য প্রবল সংযম ও তপস্যার কারণে পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। গার্গ্য ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করলেও তিনি বিয়ে করেছিলেন, তবে তিনি সহবাসে অক্ষম ছিলেন।

একদিন গার্গ্যের শ্যালক তাঁর পুরুষত্ব পরীক্ষা করে নপুংসক বলে অপবাদ দেয়। আসলে ঋষি গার্গ্য নপুংসক ছিলেন না, কঠোর সংযম পালনের জন্য সাময়িকভাবে তাঁর সমস্ত জৈবিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে মহর্ষি এক ঘোর তপস্যায় লিপ্ত হন এবং মহাদেবের বলে মহা তেজস্বী পুত্র লাভ করেন।

মহাভারতের আর এক চরিত্র যিনি নারী থেকে পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ভীষ্মবধের জন্য দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাদেব তাঁকে বরদান করেছিলেন যে তিনি পরজন্মে কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করবেন কিন্তু পরে তিনি পুরুষত্ব প্রাপ্ত হবেন। সেই কথামতো অম্বার পুনর্জন্ম হয়েছিল দ্রুপদের ঘরে কন্যারূপে। মহাদেব দ্রুপদকেও একই বরদান দিয়েছিলেন তাই দ্রুপদ এই মহাদেবের বরের কথা জানতেন তাই কন্যাকে তিনি পুরুষ রূপে লালন-পালন করেছিলেন। পোশাক-আশাক, আচার-আচরণে শিখণ্ডী একেবারে পুরুষের মতো। দ্রুপদ তাঁর পরিচয় লুকিয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শেখান। দ্রুপদ ও পার্ষতী চেয়েছিলেন তাঁদের কন্যা খুব তাড়াতাড়ি পুত্রতে রূপান্তরিত হোক। এরপর হিরণ্যবর্মার কন্যার সাথে শিখণ্ডীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বাভাবিকভাবে শিখণ্ডীর স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যায় শিখণ্ডীর নারীত্বের কথা। এই সংবাদ হিরণ্যবর্মার কাছে পৌঁছালে ক্রুদ্ধ হিরণ্যবর্মা প্রতিশোধস্পৃহায় পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণের আয়োজন করছিলেন। অন্যদিকে শোকে, লজ্জায় সকলের অজান্তে শিখণ্ডী গৃহত্যাগ করলেন। প্রাণত্যাগই অবশিষ্ট পথ ভেবে যখন তিনি নির্জন অরণ্যে বসবাস করেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে যক্ষের সঙ্গে দেখা হল, তিনি শিখণ্ডীর কাছে তাঁর দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন, শিখণ্ডী সব বললেন এছাড়া তিনি যক্ষের কাছে প্রার্থনা করলেন পাঞ্চালরাজের আক্রমণের আগে যেন তিনি পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। যক্ষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে শিখণ্ডীর সঙ্গে তাঁর দেহাংশের বিনিময় করলেন। শিখণ্ডীও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে মুহূর্তে হিরণ্যবর্মা তাঁকে পুরুষ বলে জানবেন সে মুহূর্তে তিনি নারীত্বকে পুনরায় গ্রহণ করবেন। তিনি ফিরে এসে তাঁর পুরুষত্বের কথা জানালেন এবং হিরণ্যবর্মার পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। মহাদেবের বর এবারে সত্যি হল। কুবেরের অভিশাপে যক্ষের নারীত্ব স্থায়ী হল আর শিখণ্ডীর পুরুষত্ব স্থায়ী হল। শিখণ্ডী নপুংসক বা ক্লীব নয়, তিনি প্রথম পর্যায়ে পুরোপুরি নারী, জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি পুরোপুরি পুরুষ।

মহাভারতের আর এক চরিত্র অর্জুন যিনি অভিশাপের কারণে বৃহন্নলা হয়েছিলেন। অর্জুন বনবাসে থাকাকালীন উর্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় উর্বশী তাঁর নপুংসক হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারপর পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন তাঁদের বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল যাতে সহজে কেউ ধরতে না পারেন। অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশ ধরেছিলেন। অর্জুন ছদ্মবেশ ধারণ করে বিরাট রাজার কাছে আশ্রয়ের জন্য গিয়েছিলেন। বিরাট রাজার দরবারে অনেক শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলেছিল ফলে ধরে নেওয়াই যায় উর্বশীর অভিশাপ কার্যকরী হয়েছিল, নয়তো পরীক্ষার সময়ে ধরা পড়ে যেতেন। তিনি সম্পূর্ণ নারীবেশ ধারণ করেছিলেন, তিনি হাতে চুড়ি, কানে দুল, মাথায় বেণী করতেন। তিনি রাজ অভ্যন্তরে নারীদের নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্র শেখাতেন। একবছর পরে তাঁর বৃহন্নলা দশা কেটেছিল, অর্জুনের বৃহন্নলা ছিল সাময়িক।

গুপ্ত ও কুষাণ যুগে বেশকিছু মূর্তি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্তির ডানদিকে অর্ধমহাদেব, বামদিকে অর্ধপার্বতী। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর এবং কিছু প্রাচীন মন্দিরগাত্রের উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি চোল যুগের (নবম-দশম শতাব্দীর) বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। বিভিন্ন পুরাণ এবং লোকগাথায় অর্ধনারীশ্বর নিয়ে রয়েছে নানা মতভেদ। তবুও তার মধ্যে লিঙ্গ পুরাণে বলা হয়েছে, সৃষ্টির শুরুতেই প্রস্ফুটিত হয় একটি পদ্ম। তার উপর ধ্যানমগ্ন হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। ধ্যান ভাঙলে খেয়াল করেন তিনি সম্পূর্ণ একা। তিনি ভাবতে শুরু করলেন কী করলে তাঁর নিঃসঙ্গতার অবসান হবে, তখন তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকে মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর রূপ। তখন তিনি নিজেকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেললেন- ডান দিকের অংশ থেকে জন্ম নিল পুরুষ লিঙ্গের সব প্রাণী এবং বাঁদিক থেকে জন্ম নিল সব প্রাণীর নারী লিঙ্গ। নাথ লোকগাথায় অর্ধনারীশ্বরের অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে। কিছু সাধু শিবের সাক্ষাৎ প্রার্থনায় কৈলাসে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা দেখলেন তিনি অর্ধাঙ্গিনির সঙ্গে সঙ্গমরত। তাঁরা যে সেখানে উপস্থিত সেই জ্ঞান শিবের ছিল না। মহাদেবকে এই অবস্থায় দেখে প্রথমে বিস্মিত হলেও পরে তাঁরা বোঝেন যে তাঁকে এই অবস্থা থেকে বিরত করা মানে

শরীরের ডানদিক থেকে বাঁ-দিককে আলাদা করে দেওয়া। সেই থেকে তাঁরা শিবকে অর্ধনারীশ্বর রূপে পুজো করতে থাকলেন।

উত্তর-ভারতের লোকগাথা অনুযায়ী, শিবের জটায় গঙ্গাকে অবস্থান করতে দেখে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন পার্বতী। তাঁকে শান্ত করার জন্য পার্বতীর শরীরের সঙ্গে মিলিত হন মহেশ্বর। একাংশে থাকে শিবের উপস্থিতি, অন্য অংশে বিরাজ করেন নারী শক্তি পার্বতী। এদিকে উপনিষদ বলেছে, সৃষ্টিকর্তার মনে শান্তি ছিল না। সেই পুরুষ ভীষণ একা বোধ করছিলেন। কোন সুখ, আনন্দ ছিল না তাঁর। আনন্দের জন্য শেষমেশ দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন নিজেকে নারী-পুরুষ অর্থাৎ জায়া-পতি। 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' বলা হয়েছে অর্ধনারীশ্বরের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার রোষ থেকে। আগুনপানা তাঁর চেহারা। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই মিথুনীকৃত মূর্তিকে ব্রহ্মা আদেশ দিলেন নিজেকে বিভক্ত করতে। বলা মাত্রই সেই মিথুন দেবতা বিভক্ত করলেন নিজেকে। সৃষ্টি হল পৃথক স্ত্রী, পৃথক পুরুষ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ঋষির কল্পনা এখান থেকে দুই হচ্ছে আবার এক হবার টানে দুই থেকে এক হচ্ছে।

অর্ধনারীশ্বর নিয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেটি হল - একবার দেবতা ও ঋষিগণ কৈলাসে হর-পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। ঋষি ভৃঙ্গী শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত হওয়ার কারণে তিনি পার্বতীকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শিবকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। ঋষি ভৃঙ্গীর এই উপেক্ষার কারণে পার্বতী অপমানিত বোধ করেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃঙ্গীকে নিছক চর্ম-আবৃত কঙ্কালে পরিণত করেন, ফলে ভৃঙ্গী দু-পায়ে দাঁড়াতেও অক্ষম হয়ে পড়েন। ভক্তের এমন অবস্থা দেখে শিবের মায়া হয়, তাই তিনি ভৃঙ্গীকে তৃতীয় পদ দান করেন। কিন্তু পার্বতীর সম্মান রক্ষার্থে স্বয়ং পার্বতীর সঙ্গে একদেহ হয়ে তিনি অর্ধনারীশ্বর-রূপে অবস্থান করেন, যাতে ভৃঙ্গী পার্বতীকেও প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হন। 'কালিকা পুরাণ'-এও অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে দেখা যায় গৌরী মহাদেবের বুকে নারীর ছায়া দেখলে তিনি ব্যাকুলা হন, তাঁর মনে হল অন্য কোনো রমণী বুঝি মহাদেবের হৃদয় জুড়ে আছেন। মহাদেব তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এই ছায়া অন্য নারীর নয়, এই ছায়া গৌরীর। কিন্তু গৌরীর চিন্তা গেল না যদি অন্য কোনো নারী শিবের হৃদয় জুড়ে বসে! তাই গৌরী বললেন, তিনি শিবের সমস্ত অঙ্গের স্পর্শ চান যাতে তিনি শিবের সঙ্গে নিত্য আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে পারেন। মুহূর্তে ঈশ্বর-ঈশ্বরী পরস্পরের অর্ধেক শরীর হরণ করলেন। ধরা দিলেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ'-এর সূচনায় লিখেছিলেন, শব্দ ও অর্থকে যেমন পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনি জগতের জননী এবং জনক-পার্বতী ও মহেশ্বরও সতত পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। 'বায়ুপুরাণ' ও 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'-এ দেবাদিদেবের অর্ধাঙ্গে নর রূপে আবির্ভাব প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। 'পদ্মপুরাণ'-এর সৃষ্টিখণ্ডে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার যজ্ঞ-সমাপ্তির পর শিব ও পার্বতী ব্রহ্মা পত্নী সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করতে গেলে সাবিত্রী শিব ও পার্বতীকে একদেহ হওয়ার বরদান করছিলেন।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাৎসায়ন 'কামসূত্র' রচনা করেছেন বলে ধরা হয়। 'কামসূত্র'-এর ষষ্ঠমধিকরনের নবম অধ্যায়ে ঔপরিকষ্টকম্ অধ্যায়ে নপুংসকদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে ১ ও ২ নং শ্লোকে -

> "দ্বিবিধা তৃতীয়া প্রকৃতিঃ স্ত্রীরূপিনী পুরুষরূপিনী চ।"[২]

তৃতীয় প্রকৃতি বা নপুংসক (বা হিজড়া) দুই রকমের স্ত্রীরূপিনী ও পুরুষরূপিনী। যে নপুংসকের কিছু পরিমাণ স্তন প্রভৃতির উদ্‌গম হয়, সে স্ত্রীরূপিনী এবং যাদের গোঁফ-দাঁড়ি গজায় সেইসব নপুংসক পুরুষরূপিনী। এই দুই প্রকার ক্লীবকে অবলম্বন করেই ঔপরিষ্টক প্রকরণের অবতারণা। এইসব নপুংসকরা বাৎসায়নের সময় জীবিকা লাভের জন্য যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করত। বাৎসায়নই কামসূত্রের একজায়গায় উল্লেখ করেছেন -

> "পতিসুখে সুখি না কোনো নারীকে বিচ্ছিন্ন করার উপায়ের নাম একেন্দ্রী পালিতকরণ, যার অর্থ হল কোনো নারীর পতির একটি ইন্দ্রিয়কে বিকল করে দেওয়া। হয় অন্ধ নতুবা তাকে ক্লীবে পরিণত করা।"[৩]

বাৎসায়ন 'কামসূত্র'-এ চার প্রকার নায়িকার কথা বললেও একপ্রকার পঞ্চমী নায়িকার কথা বলেছেন আর এই পঞ্চমী নায়িকাদের কোনো লিঙ্গ না থাকায় এদের তৃতীয় প্রকৃতির নারী বলা হত। এই তৃতীয় প্রকৃতির নারীরা পুরুষের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিকৃত যৌনতার শিকার হত। বাৎসায়ন ‘কামসূত্রে’ ঔপরিষ্টক অধ্যায়ে এক থেকে কুড়ি নং শ্লোক অবধি নপুংসকদের রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

‘মনুসংহিতার’ তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে বলা হয়েছে -

> “পুমান্ পুংসোহধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।
> সমেহপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেহল্পে চ বিপর্যয়ঃ।।”[৪]

টীকা- স্ত্রীপুংসয়োস্তু বীজসাম্যেহপুমান্ নপুংসক জায়তে। এই শ্লোক অনুসারে বলা হয়, যদি উভয়ের বীর্য (শুক্র ও শোণিত) সমান সমান হয় তাহলে অপুমান্ (নপুংসক) জন্মায় অথবা যমজ পুত্র-কন্যা জন্মায়। কিন্তু উভয়েরই বীর্য যদি ক্ষীণ অর্থাৎ অসার বা অল্প হয়, তাহলে বৃথা হয়ে যায়, গর্ভ উৎপন্ন হয় না। ‘মনুসংহিতা’-র নবম অধ্যায়ের ২০১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড় অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, বর্ণের অনুচ্চারক মূক এবং এই রকম কানা প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি এরা কেউই পিতার ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে না। আবার ২০২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে তাদের সম্পত্তি যারা লাভ করবে, তারা সুবিবেচনা পূর্বক যথাশক্তি ওইসব ক্লীবকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে তা না করলে তারা পতিত হবে। আবার ২০৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে-

> “ক্লীব প্রকৃতিরা যদি কোনও ক্রমে স্ত্রী অভিলাষী হয়, এবং তাদের যে সন্তান হবে (ক্লীবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ সন্তানকে বুঝতে হবে), তারা যদি ক্লীবত্বাদি দোষশূন্য হয়, তবে তারাও ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে।”[৫]

মৌর্যযুগে কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’-এ বলা হয়েছিল, কোনো নারীর পতি যদি ক্লীব হয় তবে তাকে পরিত্যাগ করে সেই নারীর বিবাহ করার কথা ছিল। তবে মৌর্যযুগে এদের অবস্থা একটু ভালো ছিল। কৌটিল্য একজায়গায় বলেছেন-

> “কেউ যদি অকারণে কোনো ক্লীব বা নপুংসক অথবা পাগলকে প্রকাশ্যে অপমান করে তবে তাকে দণ্ড স্বরূপ বারো পণ জরিমানা দিতে হবে।”[৬]

‘অর্থশাস্ত্র’ তৃতীয় লিঙ্গের পুরুষ ও মহিলাদের অপমান করাকে অপরাধ বলে মনে করে। যদি দোষী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্বহীন হয়, বারোটি রূপার পানা জরিমানা আরোপ করা হয়, পুরুষত্বহীন না হলে জরিমানা চব্বিশ পানা। তৃতীয় লিঙ্গের কাউকে জনসমক্ষে কেউ ঠাট্টা করার জন্য জরিমানা করা হয় ছত্রিশ পানা। ‘অর্থশাস্ত্র’ একজন ব্যক্তি তৃতীয় লিঙ্গ কিনা তা প্রমাণ করার জন্য তিনটি প্রমাণের কথা বলেছেন-

১। নারীদের দ্বারা পরীক্ষা করা,
২। প্রস্রাবে ফেনা,
৩। জলে মল ডুবে যাওয়া।

মৌর্যযুগে হারেমের রক্ষণাবেক্ষণে খোজা ও গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত নপুংসক। তাদের একমাত্র পরিচয় দাস হিসেবে। ‘মনুসংহিতার’ মতো ‘অর্থশাস্ত্র’ আদেশ দেয় যে তৃতীয় লিঙ্গের একজন পুরুষত্বহীন পুরুষের পারিবারিক উত্তরাধিকারের কোনো অংশ পাওয়া উচিত নয়। যদি সে কোনোভাবে পুরুষত্বহীন নয় এমন বংশধরকে পরিচালনা করে তবে সেই বংশধর একটি ভাগ পেতে পারে। পরিবারকে অবশ্যই তাদের তৃতীয় লিঙ্গের আত্মীয়দের খাদ্য ও বস্ত্র দিতে হবে।

চৈতন্য অনুগামী একটা সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদেরকে ‘গদাধর’ ভাবে। সেজে-গুজে থাকে, প্রায় নারী স্বভাবের তারা চৈতন্যের সেবা করে। বৈষ্ণবদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রেমের তিনটি স্বরূপ আস্বাদন করার জন্য। রাধার প্রেমমহিমা কেমন, শ্রীরাধার কেমন অনুভব প্রেম নিবেদনে; দ্বিতীয়ত, রাধার কেমন অনুভব কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে; তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণের কেমন অনুভব শ্রীরাধার নিবেদিত প্রেমমাধুর্যে। চৈতন্যকে অনেকে তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য বলে মনে করেন কারণ চৈতন্য পুরুষ হয়ে মনে রাধার ভাব রেখে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি বিভোর ছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের বেশ কিছুকাল পর নতুন একটি ধারার উদ্ভব হল — সখীভাবে সাধনা করা, রাধা-ভাব নয়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সখী-ভাব। শ্রীরাধার যারা সখী ছিল, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রমুখ-এরা রাধা-কৃষ্ণের সেবা করত, এই সখীসাধনাকে বলা হয় 'মঞ্জরী সাধনা'। 'মঞ্জরী সাধনা' যারা করে তারা নিজেদেরকে শুধু সখী ভাবে না। সখীদের সখী ভাবে। একদম সামান্য নারী ভাবে। বড় কঠিন সাধনা। শুধু মনে নয়, চলাফেরায়, কথাবার্তায় একেবারে মেয়েদের মতো লজ্জাশীলা হতে হবে। নীচুস্বরে কথা বলা, আস্তে হাঁটা, ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের বেশ কিছু মন্দিরে পুজোর সময়ে পুরোহিত মেয়েদের সাজ সাজে অনেকসময় পুরুষরা মেয়েদের মতো সাজে পুজোর দিনগুলিতে। কেরালার কোট্টানকুলাঙ্গার মন্দিরে চৈত্র মাসে শ্রী ভগবতী দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসে দুই রাতের জন্য, হাজার হাজার পুরুষ নারীর সাজ সাজে এবং শ্রী ভগবতী দেবীর কাছে নিজেকে নিবেদন করে। ক্রসড্রেসারদের এই মন্দিরের উৎসবকে ঘিরে একটি গল্প রয়েছে। অনেক আগে একদল গরু-পালকরা মেয়েদের পোশাক পরে একটি পাথরের পুজো করেছিল। কিছুকাল পরে দেবী ভগবতী ব্যক্তিগতভাবে তাদের পূজা গ্রহণ করে পাথর হয়ে তাদের সামনে হাজির হন। কোট্টানকুলাঙ্গার মন্দিরটি তখন পাথরের দেবতাকে রাখার জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং বার্ষিক উৎসবের সাথে আনুষ্ঠানিক পুজো শুরু হয়েছিল। মীন সংক্রান্তির দশম এবং একাদশ দিনে সূর্য যখন মীন রাশিতে প্রবেশ করে তখন দুটি উৎসবের রাত অনুষ্ঠিত হয়। তখন পুরুষরা মেকআপ, পোশাক, পরচুলা এবং গয়না পরে। এছাড়া কর্ণাটকের উদিপির মন্দিরে কৃষ্ণ দেবতাকে শাড়ি, গয়না ইত্যাদি দিয়ে সুন্দরী যুবতীর সাজে সাজানো হয় এবং তামিলনাড়ুতে কাবেরী নদীর তীরে তিরুভানাইকোভিল শিব মন্দিরে একজন পুরোহিত শাড়ি ও পরচুলা পরেন। দুর্গা পুজোর সময় নবরাত্রির দিনে পুরুষেরা নারীদের মতো সাজে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে উৎসবের জন্য অনুদান চায়।

পুজো উপলক্ষে পুরুষদের শাড়ি পরে মহিলা সাজার রীতি হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরের তেঁতুলতলা বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোতেও রয়েছে।

> "প্রায় ২৩০ বছর ধরে চলে আসছে এই নিয়ম। এই রীতির পেছনেও কারণ রয়েছে। শোনা যায় ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি এলাকায় সেইসময় ইংরেজদের ছাউনি ছিল, তাই মহিলারা বাড়ির ভেতরেই থাকতেন। তখন থেকেই জগদ্ধাত্রী পুজোর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান সামালাচ্ছেন পুরুষেরা। তাঁরা শাড়ি, সিঁদুর পরে বাড়ির মহিলাদের মতো দেবীর বরণ করেন।"[৭]

শ্রী ইরাবান তামিলনাড়ুতে আরাবান নামে পরিচিত, তিনি অর্জুন এবং সর্প রাজকুমারী উলূপির পুত্র। মহাভারতের তামিল সংস্করণে দেখা যায় যে, আরাবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় একজন বীর ছিলেন এবং দুর্যোধনের অনেক সৈন্যকে হত্যা করে কৃষ্ণ ও তার পিতা অর্জুনের সেবা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় আরাবান পাণ্ডবদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য কালীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি মৃত্যুর আগে তিনটি আশীর্বাদ চান, যার মধ্যে একটি হল বিয়ে করা। যেহেতু কোনো বাবা-মা তাদের কন্যাকে জেনে-শুনে এরকম পাত্রের হাতে তুলে দেবে না, যার মৃত্যু পরের দিন হবে, তাই যেহেতু কেউ আরাবানকে কন্যা দিতে চাইলেন না, তাই কৃষ্ণ তাঁর মোহিনী রূপ ধারণ করে আরাবানকে বিয়ে করেন এক রাতের জন্য, পরের দিন আরাবানের বলি হয়, সেই তামিলনাড়ুর কুভাগামের মন্দিরে হিজড়েরা আরাবানের পুজো করে। কুভাগামের মন্দিরে ওরা জড়ো হয়। মন্দিরে বড় গোঁফওলা পুরুষমূর্তি। হিজড়েরা সঙ্গে নিয়ে আসে একজন করে পুরুষসঙ্গী। আরাবানের সঙ্গে বিয়ে হয়, পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়ে মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেয় হিজড়েদের গলায়। নাগারা বাজে, খোল-মৃদঙ্গ। আরাবানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর হিজড়েরা পুরুষসঙ্গীকে আরাবান ভেবে নিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করে। পরদিন আরাবানের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। আরাবানকে একটা রথে বসানো হয়। সেই রথ এক জায়গায় এসে থামে। সেটা 'বলি স্থান'। মূর্তির মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয় ওর ধড় থেকে। সেইসময় তুমুল ক্রন্দন করে সমবেত হিজড়ে সকল। কাঁদন পরব। এখানে-ওখানে জ্বলতে থাকে কর্পূরের মতো আগুন। হিজড়েরা মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলে। চিৎকার করে কাঁদে। সিঁদুর মুছে ফেলে।

লোকদেবতা আরাবান (বাঁ দিকে) আর রূপান্তরকামী স্ত্রী আরাবীরা (ডানদিকে) তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 81
Website: https://tirj.org.in, Page No. 727 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(১)

(২)

আফ্রিকার কোনও কোনও উপজাতি এখনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নারী সেজে নাচে, লিঙ্গস্থানে কাপড় বাঁধে। যেন ঋতু। প্রাচীন মিশরের সূর্যদেবতা নিজের লিঙ্গদণ্ড কেটে ফেলেছিলেন একবার। কর্তিত লিঙ্গরক্ত থেকে জন্ম নিয়েছিল নতুন মানুষরা, একটা নতুন জাতি। হাওয়াই এর আদিবাসী মাউ-দের পুরুষ ও মহিলার মাঝামাঝি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এমনকি তারা উভয়লিঙ্গ হিসাবে পরিচিত। দক্ষিণ পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহ্যবাহী Dineh চার লিঙ্গের মানুষকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করা হয়, যেমন - স্ত্রী লিঙ্গ নারী, পুংলিঙ্গ নারী, স্ত্রী লিঙ্গ পুরুষ, পুংলিঙ্গ পুরুষ।

আমাদের রাজ্যের মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু ঠাকুরের পুজো করে। ইতু পুজোর নিয়ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত পুজোর নিয়ম। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার পুজো করে সংক্রান্তির দিন পুজো সম্পাদন করতে হয় অর্থাৎ ইতুকে বিসর্জন দিতে হয়। এই কারণে অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে ইতুর পুজো হয়। প্রাচীন পারস্যদেশে একসময় মিথু পুজো হত। মিথু>মিতু>ইতু। প্রাচীনকালে কুমারী মেয়ের পতিলাভ আর সাংসারিক কল্যাণ কামনায় সূর্যের পুজো মহিলামহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মহাভারতে কুন্তী পুত্র কর্ণ ছিলেন সূর্যের সন্তান। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন সূর্যের অপর নাম আদিত্য। এই আদিত্য থেকে ইতু শব্দটি এসেছে এবং শাক্তধর্মের প্রভাবে ইতু ক্রমশ দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সূর্যদেবতা থেকে ইতু শস্যদেবী লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, এইকারণে তিনি ইতুলক্ষ্মী নামে রাঢ়বাংলায় পূজিত।

জিনগত কিছু সমস্যার কারণে মানুষের রূপান্তর হয়। এমন এক রহস্যময় গ্রাম আছে যেখানে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েরা হয়ে যায় ছেলে। e Kolkata24x7 news এ ৯ নভেম্বর ২০২১ এ প্রকাশিত হয় এমন এক সংবাদ—

> "রহস্যময় গ্রাম : বয়স ১২ হলেই এখানকার মেয়েরা হয়ে যায় ছেলে, মেয়ে হয়ে জন্মালেও কৈশোর ছোঁয়ার ঠিক মুখে, ১২ বছর বয়সে তারা পুরুষ হয়ে যায়।"[৮]

লাতিন আমেরিকার ডমিনিক্যান রিপাব্লিকের সালিনাস নামের গ্রামে এমনটাই হয়ে আসছে বহু যুগ ধরে। সে গ্রামের শিশুকন্যারা সকলেই বড় হয়ে ১২-১৩ বছরে পৌঁছলেই পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কোনো রূপক অর্থে নয়, একেবারে শারীরিকভাবে অর্থাৎ বায়োলজিক্যালি তারা পাল্টে যায় পুরুষে। দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার পরে জানা গিয়েছে, এটা আসলে এক ধরনের শারীরিক ত্রুটির ফলাফল। বাচ্চারা যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখনই এই ত্রুটির প্রভাব পড়তে শুরু করে তাদের শরীরে। গর্ভাবস্থায় একটি বিশেষ এনজাইমের অভাবেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। গবেষক ও চিকিৎসকরা বলেছেন, সাধারণত গর্ভাবস্থায় অষ্টম সপ্তাহ নাগাদ শিশুর শরীরের যৌনাঙ্গে পরিস্ফুট হতে শুরু করে। ডিহাইড্রো টেস্টোস্টেরন নামের একটি হরমোনের প্রভাবে গর্ভস্থ শিশুদের পুং জননাঙ্গ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই হরমোনকে আবার সক্রিয় করে তোলে একটি বিশেষ ধরনের এনজাইম। কিন্তু সালিনাস গ্রামের মায়েদের গর্ভকালীন পুষ্টির অভাবের কারণেই এই এনজাইম তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষরণ হতে পারে না ফলে যারা আদতে পুরুষ শিশু, জন্মের সময় তাদের পুরুষাঙ্গ ঠিকমতো গঠিতই হয় না। সেই শিশুর জন্মকালে তার যৌনাঙ্গ এতই অস্পষ্ট থাকে যে, বাবা-মায়েরা বুঝতেই পারে না

তাদের বাচ্চাটি আসলে ছেলে, মেয়ের মতো করেই বাবা-মা মানুষ করতে থাকেন, কিন্তু ১২ বছর বয়সে যখন পুরুষ শরীরে দ্বিতীয় বারের জন্য টেস্টোস্টেরনের জোয়ার আসে প্রকৃতির নিয়ম মেনেই তখন তাদের শরীরে ফুটে উঠতে থাকে পুরুষালি লক্ষণ এবং তখন বোঝা যায় বাচ্চাটি আসলে পুরুষ। নিউইয়র্কের জিনগত রোগের গবেষক গ্যারি ফ্রু জানান, বংশগতির একটি দুর্লভ জিনের কারণে মানুষ 'গুয়েভেডোকেস' নামের এই জিনগত অসুখে আক্রান্ত হয়। এই অসুখে আক্রান্তরা পুরুষেরা পুরুষের অন্তর্গত সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় কিন্তু জননাঙ্গের আকৃতিগত কারণে তা প্রকাশ পায় না তাই শিশুটি ছেলে নাকি মেয়ে তা জানতে অপেক্ষা করতে হয় বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত।

Reference:

১. Amara Das Wilhelm, TRITIYA-PRAKRITI: PEOPLE OF THE THIRD SEX, Xlibris Corporation Philadelphia, PA; 2013, p. 99
২. মহর্ষি বাৎস্যায়ন, সম্পাদনা অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কামসূত্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৪০৩
৩. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন, প্রতিভাস প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৩
৪. মহর্ষি মনু, সম্পাদনা ও অনুবাদ-অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪৮৭, পৃ. ৩৬৭
৫. মহর্ষি মনু, সম্পাদনা ও অনুবাদ-অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মনুসং হিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪৮৭, পৃ. ৯৬৮
৬. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন, প্রতিভাস প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮৪।
৭. সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মাথায় ঘোমটা, কপালে রাঙা সিঁদুরে, পুরুষদের হাতেই জগদ্ধাত্রী বরণ এই পুজোয়, ABP ANANDA, November 3, 2022
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0c9UssfoaGimcWpPgujpHRWJZ5g8DHPSESQdMFRMUKf7qi6PN6N72Ff2qS2gPu6sTl&id=100030508791488. Dated 4 November 2022
৮. e কলকাতা 24, হোম পেজ, 'রহস্যময় গ্রাম : বয়স হলেই এখানকার মেয়েরা হয়ে যায় ছেলে', e kolkata24.com, November 9, 2021
https://ekolkata24.com/offbeat-news/mysterious-village-where-girls-turn-into-boys/. Dated 19 November 2022

Bibliography:

মহর্ষি মনু, সম্পাদনা ও অনুবাদ-অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯
মহর্ষি বাৎস্যায়ন, সম্পাদনা অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কামসূত্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৯
Amara Das Wilhelm, TRITIYA-PRAKRITI: PEOPLE OF THE THIRD SEX, Xlibris Corporation Philadelphia, PA; 2013
মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন, প্রতিভাস প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
অভিজিৎ রায়, সমকামিতা, শুদ্ধস্বর পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১০
Saiful Islam Sohel, 'যে প্রাণীগুলো লিঙ্গ পরিবর্তনে সক্ষম', roar.media, 23 May, 2018.
https://roar.media/bangla/main/plants-animals/some-animal-capable-of-sex-change. Dated 18 November 2022

Astro World. জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গম : অর্ধনারীশ্বর অথবা তৃতীয় প্রকৃতি, m.facebook.com, 31 January, 2020. https://m.facebook.com/112722536823190/photos/a.112724426823001/162598575168919/?type=3, Dated 18 November 2022
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২৬

ছবিঋণ :

হিন্দু পুরাণে এলজিবিটি বিষয়বস্তু, bn.m.wikipedia.org; https://bn.m.wikipedia.org/হিন্দু_পুরাণে_এলজিবিটি_বিষয়বস্তু. Dated 18 November 2022
হিন্দু পুরাণে এলজিবিটি বিষয়বস্তু, bn.m.wikipedia.org; https://bn.m.wikipedia.org/হিন্দু_পুরাণে_এলজিবিটি_বিষয়বস্তু. Dated 18 November 2022